দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 27 MAR 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

রেজিস্ট্রেশন নেই ১ লাখ কওমি মাদ্রাসার

প্রবাসী ফয়সাল সরাসরি আর্থিক লেনদেন করতো

॥ আবুল খায়ের ॥

ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলার নির্জন স্থানে প্রতিষ্ঠিত কওমী মাদ্রাসায় চিকিৎসা, দারিদ্র্য বিমোচন ও ধর্মের নামে গড়ে উঠেছে শক্তিশালী জঙ্গী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। দীর্ঘদিন সেখানে এই গোপন আস্তানায় চলেছে জঙ্গী প্রশিক্ষণ। এদিকে র‍্যাব-৮-এর লেঃ কমান্ডার মামুনের নেতৃত্বে গত মঙ্গলবার উক্ত মাদ্রাসায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলাবারুদ, মুখোশ ও জেহাদী বই উদ্ধার করার ঘটনা নিয়ে দেশব্যাপী প্রশাসনের টনক নড়ে। এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও অর্থের যোগানদাতা লন্ডন প্রবাসী ফয়সালকে এই চাঞ্চল্যকর মামলায় সরাসরি আসামি হিসাবে উল্লেখ না করায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ফয়সালকে গত বুধবার ঢাকায় একটি সংস্থা আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রেখেছে। তবে তার আটকের ঘটনা র‍্যাব ও পুলিশ কেউ স্বীকার করেনি। একটি গোয়েন্দা সংস্থার সূত্রে বলা হয়, দেশে প্রায় এক লাখ কওমী মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন ধরনের (১৯শ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

রেজিস্ট্রেশন নেই

(প্রথম পৃঃ পর)

ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যা সরকারি প্রশাসনের মনিটরের বাইরে। প্রশাসন থেকে এই সকল মাদ্রাসায় ইসলামী শিক্ষার অন্তরালে কী ধরনের কার্যক্রম চলছে, কখনও তার খোঁজ-খবর নেয়া হয়নি বলে গোয়েন্দা সূত্রে বলা হয়। এই সকল মাদ্রাসা বেশীরভাগ নির্জন এলাকায় বিভিন্ন দ্বীপ ও চরাঞ্চলে কিংবা গহীন অরণ্যে অবস্থিত বলে গোয়েন্দারা তথ্য-প্রমাণ পেয়েছে।

ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার নির্জন স্থানে প্রতিষ্ঠিত গ্রীণ ক্রিসেন্ট মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা লন্ডন প্রবাসী ফয়সাল। সমাজ সেবা অধিদপ্তর থেকে গ্রীণ ক্রিসেন্টকে চিকিৎসা সেবা ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয় (যার নম্বর ১০৯৯২৩৩)। পাকিস্তান থেকে একজন ডাক্তার এসে গ্রীণ ক্রিসেন্টে চিকিৎসা সেবা দিতেন। ২০০৩ সালে গ্রীণ ক্রিসেন্ট এনজিও হিসাবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য এনজিও ব্যুরোর মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করে।

এনজিও ব্যুরোর একজন শীর্ষ কর্মকর্তা জানান, গ্রীন ক্রিসেন্ট তাদের দফতরে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করেছিল ঠিকই। রেজিস্ট্রেশন পেতে যেসব প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রয়োজন তা প্রদানের জন্য এনজিও ব্যুরো থেকে গ্রীন ক্রিসেন্টকে চিঠি দেয়া হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিতে ব্যর্থ হওয়ায় গ্রীন ক্রিসেন্টের রেজিস্ট্রেশন প্রদানের কার্যক্রম ফাইলবন্দী হয়ে পড়ে থাকে বলে উক্ত কর্মকর্তা জানান।

একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, এনজিও ব্যুরোর রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই গ্রীন ক্রিসেন্ট সরাসরি বিদেশের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন করতো। বিষয়টি সম্পূর্ণ ফয়সাল নিয়ন্ত্রণ করতো বলে সূত্র জানায়। পরবর্তীকালে গ্রীন ক্রিসেন্টের নামে বোরহান উদ্দিন উপজেলার নির্জন স্থানে কওমী মাদ্রাসা চালু করলে এর কোন সরকারি অনুমোদন নেই এবং স্থানীয় প্রশাসনও এই সম্পর্কে কিছুই জানে না বলে জানায়। এদিকে ভোলা জেলার সমাজসেবার উপপরিচালক মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ অন্যত্র বদলি হলেও তাকে সেখানে অবস্থান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এই উপপরিচালককে সেখানে অবস্থান করতে বলা হয়েছে বলে ভোলার ইত্তেফাক প্রতিনিধি জানিয়েছেন। ভোলার পুলিশ সুপার জিএম আজিজুর রহমান বলেছেন, বোরহানউদ্দিন গ্রীন ক্রিসেন্ট মাদ্রাসার অস্ত্র, গোলাবারুদ ও জেহাদী বই উদ্ধারের ঘটনায় র‍্যাবের পক্ষ থেকে থানায় এজাহার দায়ের করা হয়েছে। ফয়সালকে এজাহারে সরাসরি আসামি হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি। তবে পরবর্তীতে তদন্ত ও সাক্ষ্য প্রমাণ এবং গ্রেফতারকৃতদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে হয়তো ফয়সালকে আসামি করা হবে। র‍্যাবের মহাপরিচালক হাসান মাহমুদ খন্দকার বলেন, গ্রীন ক্রিসেন্ট মাদ্রাসা থেকে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় ফয়সালকে সরাসরি আসামি করা হয়েছে কিনা তা তিনি বলতে পারছেন না।